দৈনিক সংবাদ
28 JAN 1997

রাজধানীর মাধ্যমিক স্কুলগুলো

ঢাকা মহানগরীতে চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্কুলের অভাব নেই, অভাবটা হলো ভালো স্কুলের। ফলে কয়েকটি ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য প্রচন্ড ভিড়, অন্যগুলো অগতির গতি। বহুদিন থেকেই চলছে এই অবস্থা।

আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজধানীতে সরকারি-বেসরকারি মিলে মোট ২৭৩টি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। তার ২৪টি সরকারি। বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে মাত্র ৩০/৩৫টি স্কুলে বছরের শুরুতে ভর্তির জন্য ভিড় হয়, ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যগুলোতে ভর্তি হওয়াটা সহজ। বছরের প্রথমার্ধে যে কোন সময়েই নাকি ভর্তি হওয়া যায়।

সাত-আটটি সরকারি স্কুলের শিক্ষাদানের মান ভাল হলেও অন্যগুলোর মান তেমন আহামরি নয়। সেগুলোতে তেমন ভিড় নেই। এগুলোতে ভর্তি হওয়ার একমাত্র সুবিধে হলো, মাসিক 'বেতন' কম।

মহানগরীর সব স্কুলের শিক্ষাদানের মান একই রকম হবে, তা আশা করা অন্যায়। তবে ন্যূনতম একটা মান নিশ্চিত করাটা বিশেষভাবে জরুরি। মানের দুস্তর ফারাক থাকার ফলেই কয়েকটি স্কুলে অস্বাভাবিক ভিড় হয়। ব্যাপারটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ভালো নয়।

রাজধানীর মাধ্যমিক স্কুলের মান বৈষম্যের জন্য সরকারও কম দায়ী নন। ২৪টি সরকারি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৭/৮টি স্কুল 'ভালো' হবে কেন। সরকার কোন সরকারি স্কুলের প্রতিই বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারেন না। প্রতিটি স্কুলই উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষার উপকরণ যেন সমানভাবে পায় তা দেখার দায়িত্ব সরকারের। সরকার তা করছেন না বলেই রাজধানীতে কয়েকটি সরকারি 'এলিট' স্কুল গড়ে উঠেছে। অন্যগুলো বেসরকারি স্কুলগুলোর জন্য খারাপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলো যেন মানসম্মত হয়, তা দেখার দায়িত্বও এখন সরকারের ওপর বর্তেছে। কেননা, শিক্ষকদের বেতনের বড় অংশটি সরকার দিচ্ছেন। নানা ধরনের শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারা যদি ঠিকমত কাজ করেন তবে আজকাল 'নিম্নমানের' কোন মাধ্যমিক স্কুল থাকার কথা নয়, রাজধানীতে তো নয়ই। শিক্ষক নিয়োগ, অনুমোদন ও বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষাখাতে যে দুর্নীতি চক্র গড়ে উঠেছে তারই ফল কি আমরা দেখতে পাচ্ছি নিম্নমানের স্কুলগুলোর মধ্যে।

রাজধানীর মাধ্যমিক স্কুলগুলোর মান উন্নয়নের জন্য পাইকারি হারে ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষকরা 'প্রাইভেট টিউশনির' বদলে পড়ানোর দিকে যেন বেশি নজর দেন, সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষকরা পড়ানো ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যেন মেতে না ওঠেন, তা দেখার দায়িত্বও সরকারের। অর্থাৎ সরকারি স্কুলের কোন শিক্ষকই যেন পড়ানোর কাজে অবহেলা না করেন তা নিশ্চিত করা দরকার। এসব স্কুলে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা যেন বেসরকারি স্কুলগুলোর আদর্শ হয়ে উঠতে পারে।

বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্যও সরকার আজকাল কম টাকাপয়সা খরচ করছেন না। এমন কি বিদেশী ঋণ নিয়েও এসব স্কুলের উন্নয়নে টাকা পয়সা খরচ করা হচ্ছে। আজকাল ছাত্রীদের স্কুল ফি সরকার দিচ্ছেন। অতএব সরকার অপাত্রে টাকা পয়সা দিচ্ছেন কিনা সেটা সরকারকেই দেখতে হবে। শিক্ষা কর্মকর্তাদের নাকের ডগায় রাজধানীতে নিম্নমানের স্কুলের অস্তিত্ব শিক্ষা বিভাগের অদক্ষতারই পরিচয় বহন করছে।